সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুযায়ী দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৬.৫০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) ঈশ্বরদী উপজেলায় মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৫৬২৭, ৫৭৪৫ ও ৫৮৪২ মেট্রিক টন। এছাড়া বিগত তিন অর্থবছরে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৭৩১৭১.৩২, ৭০৯৪৫.৩৯ ও ৭৬৫৯১.৬৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৪২৫০.৩১, ৩৯৮৫.১৫ ও ৪০৮৮.৯৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০২০)।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- ব্রুডস্টকের অবক্ষয়, গুণগত মানসম্পন্ন পোনা, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের অপর্যাপ্ততা;
- জলাবদ্ধতা, মাছের মাইগ্রেশন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস;
- পানি প্রবাহ হ্রাস এবং পলি জমার কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- গলদা ও বাগদা চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুক্ত পিএল এবং মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব;
- জেলেদের মাছ ধরা নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার অভাব; এবং
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, স্থায়িত্বশীল আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ এবং এসডিজি-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ২০১৯-২০ সালের (২৫.৮৩ লক্ষ মে. টন) তুলনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মোট মাছের উৎপাদন ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৪ গ্রাম নিশ্চিত করা;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি ১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- উপজেলাব্যাপী ০৯ টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার বাস্তবায়ন, ০.৩৭৮ মে. টন পোনা অবমুক্তকরণ, ৩০ টি অভিযান/আইন বাস্তবায়ন, ০৩ টি মৎস্য মেলা/মৎস্যচাষী র‍্যালী এবং ০৫ টি মৎস্য খাদ্য দোকানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন;
- দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৮০ জন মৎস্যচাষি ও ৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জলাশয়ভিত্তিক ০১ টি মৎস্যজীবীদের দল সংগঠিত ও পরিচালনা করা এবং ০৪ টি সচেতনতামূলক সভা আয়োজন;
- ১০ টি জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থাপনের উপকরণ বিতরণ ও ২৩৩ জন মৎস্যচাষীকে পরামর্শ প্রদান;
- এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ৬১২০ মেট্রিক টনে উন্নীত করা।